দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 DEC 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

34

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধ করুন : শাহ মোয়াজ্জেম

(স্টাফ রিপোর্টার)

উপপ্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, শিক্ষাঙ্গণে বর্তমানে যে নৈরাজ্য চলছে তা আর চলতে দেয়া যায় না। এই পরিস্থিতি রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্যে তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকমন্ডলীর প্রতি আহবান জানান।

গতকাল কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে খান বাহাদুর আহছানউল্লা স্বর্ণপদক '৮৯ প্রদান অনুষ্ঠানে উপপ্রধানমন্ত্রী এ আহবান জানান। সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদান রাখার জন্যে এ বছর খান বাহাদুর আহছানউল্লা স্বর্ণপদক পেয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলী আহসান। উপপ্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্বর্ণপদক, সনদ ও সম্মানপত্র প্রদান করেন।

আহছানিয়া ওয়েলফেয়ার মিশন আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হক। আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, সর্বজনাব গোলাম মঈনউদ্দিন প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, আলহাজ আবদুল কুদ্দুস খান ও আহছানিয়া মিশনের সভাপতি মুহম্মদ সেলিম উল্লাহ। সৈয়দ আলী আহসানকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন জাহানারা আরজু।

উপপ্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র আরিফ আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, অসাধারণ কৃতি ছাত্র আরিফ কোন দল না করা সত্ত্বেও তথাকথিত শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলনকারীদের গুলিবিনিময়ের মাঝখানে পড়ে আত্মাহুতি দিয়েছে।

তিনি বলেন, এ অনুষ্ঠান বিশ্ব বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হওয়াই মানানসই ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে গেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হবে।

তিনি আরো বলেন, প্রোপাগেন্ডা এরশাদ স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা মক্তবের জন্যে উদার হাতে টাকা দিয়েছেন। অথচ বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিদিন মুখরিত হয়ে উঠছে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে।

স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সৈয়দ আলী আহসানের কৃতিত্ব ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করে উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন যে জাতি তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মান করতে জানে না, তারা দুর্ভাগা। মরণোত্তর সম্মানের পরিবর্তে জ্ঞানী গুণীদের উপযুক্ত স্বীকৃতি তাদের জীবদ্দশায়ই পাওয়া উচিত।

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, আমি আজীবন চেষ্টা করেছি মানুষকে জানবার জন্যে মানুষকে স্পর্শ করবার জন্য—চেষ্টা করেছি সত্যকে উদঘাটন করতে। আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহকে সব সময় অনুভব করা। আল্লাহ আমাদের কাছে উপস্থিত ভেবে সত্যকে আবিষ্কার করা, পরিচছন্ন করা।

তিনি বলেন, যারা উৎসের সন্ধান করছেন, তারা অতীতকে জানেন না। পাল রাজত্বের কথা বলা হয় না—যারা সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, বিনয় ছিল যাদের আদর্শ। বলা হয় সেন রাজত্বের কথা, যারা অত্যাচার করেছিল। অন্যের উৎসকে নিজের উৎস মনে করা অপরাধ। যথার্থ মুসলমান বা যথার্থ হিন্দু এ অপরাধ করতে পারে না।

সভাপতির ভাষণে ডঃ এনামুল হক বলেন, খান বাহাদুর আহছান উল্লা এবং সৈয়দ আলী আহসানের ভেতরে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা এক অপূর্ব চমৎকারিত্বের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। খান বাহাদুর আহছানউল্লা তাঁর সময়ে আধুনিক ছিলেন, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান তাঁর সময়ে আধুনিক হয়ে রয়েছেন।